(৫) জ্বীন জাতির উপর গাউছে পাকের কর্তৃত্ব

বাগদাদ শরীফের তৎকালীন মহল্লা বাবুল আযাজের (বর্তমান বাবুশ শেখ) বাসিন্দা আবু সাআদ আবদুল্লাহ্ বাগদাদী আযাজী ৫৫৪ হিজরীতে বাগদাদে সংঘটিত একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছিল ৫৩০ হিজরীতে। তখন গাউসুল আযম আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু ঐ মহল্লাতেই বাস করতেন।

আবু সাআদ আবদুল্লাহ্ বাগদাদী বলেন- ৫৩০ হিজরীর ঘটনা। একদিন আমার কুমারী মেয়ে ফাতেমা আমাদের ঘরের ছাদে উঠেছিল। ছাদ থেকে আমার মেয়েকে অজানা কেউ উঠিয়ে নিয়ে যায়। তখন ওর বয়স হয়েছিল ১৬ বৎসর। এই ঘটনার পর আমি হযরত শেখ মহিউদ্দীন আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর খেদমতে উপস্থিত হয়ে ঘটনাটি খুলে বললাম। তিনি আমাকে বললেন- আজ রাতে তুমি কারখ মহল্লার জঙ্গলে যাবে এবং পাহাড়ের পঞ্চম টিলার নিকটে গিয়ে বসবে। তোমার চারপাশে মাটিতে একটি বৃত্তাকার দাগ (কুন্ডলী) দিবে। দাগ আঁকার সময় তুমি বলবে- "বিস্মিল্লাহ, হে শেখ আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হু"। এরপর যখন রাতের কিছু সময় অতিবাহিত হয়ে যাবে, তখন তোমার কাছে জ্বীনদের একটি দল আসবে। তাদের আকৃতি হবে বিভিন্ন ধরনের। তুমি তাদেরকে দেখে ভয় পেয়োনা। যখন প্রভাত হয়ে যাবে, তখন জ্বীনদের বাদশাহ্ লয়- লস্কর নিয়ে তোমার নিকট আসবে এবং তোমার কাছে তোমার মকসুদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করবে। তুমি তাকে বলে দিও "আপনার কাছে আমাকে আবদুল কাদের জিলানী পাঠিয়েছেন"। একথা বলে তুমি নিজ মেয়ের ঘটনা খুলে বলবে।

আবু সাআদ আবদুল্লাহ্ বাগদাদী আযাজী বলেন-

অতঃপর আমি কারখের জঙ্গলে গিয়ে পঞ্চম পাহাড়ের পাদদেশে বসে হুযুর গাউছে পাকের কথামত আমল করলাম। আমার কাছে ভয়ঙ্কর আকৃতি বিশিষ্ট জ্বীনদের আনাগোনা শুরু হলো। কিন্তু কারও পক্ষেই আমার কুন্ডলী বা দায়েরার কাছে আসার শক্তি হলোনা। সারারাত্র এভাবে আমার কাছে দলে দলে জ্বীনদের আনা গোনা হতে লাগলো। অতঃপর ভোর রাত্রে জ্বীনদের বাদশাহ্ আমার কাছে আসলেন। তিনি ছিলেন অশ্বারোহী এবং তাঁর সম্মুখে ছিল একদল জ্বীন। তিনি এসেই দায়েরার বাহিরে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং হাঁক দিয়ে বললেন- "হে মানুষ সন্তান! তোমার কি প্রয়োজন"? আমি বল্লাম "শেখ আবদুল কাদের জিলানী আমাকে আপনার নিকট পাঠিয়েছেন।" এ কথা শুনেই জ্বীনের বাদশাহ ঘোড়া হতে নীচে নামলেন এবং মাটিতে চুম্বন করলেন। অতঃপর সে দায়েরার বাহিরে বসে গেলো। তাঁর সাথী জ্বীনেরাও বসে পড়লো। বাদ্শাহ্ আমাকে জিজ্ঞেস করলো- "তোমার ঘটনা কি- খুলে বলো।" তখন আমি মেয়ের ঘটনা খুলে বললাম। জ্বীনের বাদ্শাহ্ সঙ্গীদেরকে বললো- "এই কাজ কে করেছে"? সঙ্গীরা বললো- আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানিনা। এর কিছুক্ষণ পরেই একটি জ্বীনকে পাকড়াও অবস্থায় বাদ্শাহ্র কাছে হাযির করা হলো এবং মেয়েটিও তার সাথেই ছিল। বাদ্শাহ্র কাছে রিপোর্ট করা হলো- এই জ্বীনটি হলো চীন দেশীয়। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো- "কি কারণে তুমি এই মেয়েকে অপহরণে প্রলুব্ধ হলে? কুতুবের পদতলে (রাজত্বে) এই চুরি করতে তুমি কি করে সাহস করলে? অপরাধী জ্বীনটি কাঁচুমাচু হয়ে বললো- "এই মেয়েকে ছাদের উপর দেখতে পেয়ে তার মহব্বতে আমার দিল বে-ক্বারার হয়ে গিয়েছিল।" জ্বীনের বাদ্শাহ্ নির্দেশ দিলেন- "এক্ষনই তার গর্দান উড়িয়ে দেয়া হোক।" বাদশাহর নির্দেশ সাথে সাথেই কার্যকর করা হলো। তিনি আমার মেয়েকে ফিরিয়ে দিলেন। আমি জ্বীনের বাদশাহকে বললাম- আজকের রাত্রের মত এমন আশ্চর্য ঘটনা আর কখনও দেখিনি।

আপনারা জ্বীন জাতি হয়ে শেখ আবদুল কাদের জিলানীর এত আনুগত্য করেন? জ্বীনের বাদশাহ্ বললো- হ্যাঁ, তিনি নিজ ঘরে বসেই আমাদের জ্বীন জাতিকে দেখতে পান। আমরা অনেক দূরে থাকি। তিনি আমাদেরকে দেখার সাথে সাথে আমরা তাঁর ভয়ে আপন আপন বাসস্থানে পলায়ন করি। খোদা তায়ালা যখন কোন কুতুব নিয়োগ করেন- তখন তাঁকে জ্বীন ও ইনসানের উপর আধিপত্বও দান করেন।"

(৬) আর এক ঘটনা!

গাউছে পাকের রাবীগণ বর্ণনা করেছেন যে, এক ব্যক্তি তাঁর দরবারে এসে বললো- আমি ইসপাহানের (পারস্য) অধিবাসী! আমার স্ত্রীর মৃগী রোগ আছে। কোন তাবিজ ঝাড় ফুঁকে কাজ হচ্ছে না। কবিরাজ ফেল হয়ে গেছে। শেখ আবদুল কাদের জিলানী (রাঃ) তার কথা শুনে বললেন- "এটা জ্বীন। সে সিংহলের জঙ্গলে থাকে। তার নাম খানেছ। তোমার বিবির যখন মৃগী দেখা দিবে, তখন তার কানের কাছে গিয়ে বলবে " হে খানেছ! তোমাকে বাগদাদের শেখ আবদুল কাদের নির্দেশ দিয়েছেন- তুমি যেন আর না আস। যদি তুমি তাঁর নির্দেশ অমান্য করো- তা হলে ধ্বংস হয়ে যাবে।" গাউছে পাকের এ অভয়বাণী শুনে ইসপাহানের ঐ লোকটি চলে গেলো। দশ বৎসর পর সে আবার বাগদাদে আসলো। আমরা বর্ণনাকারীরা তাকে তার বিবির অসুখ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। সে বললো- আমি হুযুরের নির্দেশ মোতাবেক খানেছকে বলেছি। এরপর হতে আজ পর্যন্ত আমার বিবির মৃগী রোগ দেখা দেয়নি।

উক্ত বর্ণনাকারীগণ এমনও বর্ণনা করেছেন যে, বাগদাদ শরীফের কবিরাজদের সর্দার তাঁদের নিকট বলেছেন যে, হযরত গাউছে পাক আবদুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হুর বাগদাদী জীবনের চল্লিশ বৎসরের মধ্যে বাগদাদ শরীফে কারও মৃগী রোগের আছর হয়নি।

হুযুরের ইনতিকালের পর বাগদাদে মৃগী রোগ পুনরায় দেখা দেয়।

উক্ত দুই ঘটনা বর্ণনাকারীগণ হচ্ছেন- আবু সাআদ আবদুল্লাহ্ বাগদাদী আযাজী, তাঁর শাগরিদ শেখ আবুল খায়ের বাগদাদী, তাঁর শাগরিদ শরীফ আবু জাফর আলভী হোসাইনী বাগদাদী, তাঁর সাগরিদ ফকিহ্ আবুল ফতুহ ক্বারশী তমিমী বাকারী, তাঁর শাগরিদ বাহজাতুল আসরার প্রণেতা আবুল হাসান নুরুদ্দীন সাতনূফী (রহঃ) প্রমুখ রাবীগণ। গাউছে পাকের দুই সাহেব জাদা হযরত আবদুর রাজ্জাক এবং হযরত আবদুল ওহাবও এই ঘটনা দুটি অন্য সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষনীয় ঃ

হযরত গাউসুল আযম আব্দুল কাদের জিলানী রাদিয়াল্লাহু আন্হুর উপরোক্ত ঘটনার মধ্যে কতিপয় শিক্ষণীয় বিষয় ও আক্বিদার কিছু নীতিমালা পরিস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। যেমন-

১। তিনি দূর থেকে জ্বীন জাতিকে দেখেন। জ্বীনের বাদশাহের স্বীকৃতিই তার প্রমাণ।

২। তিনি আবু সাআদ আবদুল্লাহর ষোড়শী মেয়েকে জ্বীন কর্তৃক অপহরণের ঘটনা চাক্ষুস দেখেছেন। তাই জ্বীনের তদবীর বলে দিয়েছেন। কুতুব, কুতুবুল আকতাব, গাউছ ও গাউসুল আযম প্রমুখগণকে আল্লাহ তায়ালা জ্বীন ও ইনসানের উপর কর্তৃত্ব দান করেছেন। ইহাকে আরবীতে তাছাররুফ বলা হয় এবং এই তাছাররুফের অধিকারীকে বলা হয় "আউলিয়ায়ে মোতাছাররীফীন"। হযরত গাউছুল আযম হলেন মোতাছাররিফীনগণের বাদশাহ বা "মালিকে রিক্বাবিল মোতাছাররিফীন"। তিনি ঘোষণা করছেন- "কাদামী হাযিহি আলা রাক্বাবাতি কুল্লি ওয়ালিয়্যিল্লাহ" অর্থাৎ আমার কর্তৃত্বের কদম সকল ওলীদের গ্রীবা দেশে।

৪। হুযুর গাউছে পাককে "গাউসুস সাকালাইন" বলার তাৎপর্য হলো- তিনি জ্বীন ও ইনসানের গাউস- শুধু মানব জাতির নয়।

বিঃদ্রঃ- হযরত গাউসে পাকের তাসাররুফ সম্পর্কে

দেওবন্দের মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীকে প্রশ্ন করা হলে সে বলে- "ওলীগণের কারামত মূলতঃ তাঁদের কাজ নয়- বরং আল্লাহর কাজ। কোন নবী বা ওলীর ক্ষমতা নেই কোন কাজ সংঘটিত করাবার" (ফতোয়ায়ে রশিদিয়া পৃঃ ২১১)।

উক্ত কিতাবের অন্যত্র আছে- "পবিত্র আত্মাগণ কর্তৃক খারেকে আদাত কাজ সংঘটিত করবার কোন শক্তি, কুদরত ও ক্ষমতা নেই।" (ঐ পৃঃ ২০৯) নাউযুবিল্লাহ। এটা ভ্রান্তধারণা ও দলীল বিহীন দাবী। আল্লাহর প্রবিত্র কালামে "ওয়াল মুদাব্বিরাতি আমরান" বলতে ফেরেস্তা ও ওলীগণকে বুঝানো হয়েছে- রুহুল বয়ান।

(৭) গরুর আরবী কথা

হযরত গাউসুল আযম (রাঃ)-এর বয়স সবেমাত্র ১৮ বৎসর। পিতার ইনতিকালের পর ৭৮ বৎসর বয়স্কা মায়ের সাহায্যার্থে কিছুদিন তাকে সংসারের হাল ধরতে হয়েছিল। একদিন তিনি একটি গাভী নিয়ে মাঠে যাচ্ছিলেন। গাভীটি হঠাৎ করে পিছন দিকে মুখ ফিরিয়ে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় বলে উঠলো-

يَاعَبْدَ الْقَادِرِ مَا لِهٰذَا خُلِقْتَ وَلَا بِهٰذَا أُمِرْتَ

-'হে আব্দুল কাদের! একাজের জন্য আপনাকে পয়দা করা হয়নি এবং একাজ করতে আদেশও করা হয়নি" (সাওয়ানেহে ওমরী- হযরত গাউসুল আযম)। তিনি দৌড়ে এসে মায়ের কাছে এঘটনা বর্ণনা করলে মা উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রাঃ) বললেন- বাবা! তোমাকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে মানুষ হতে হবে। আমি তোমাকে উচ্চশিক্ষার জন্য বাগদাদে যাওয়ার অনুমতি দিলাম। আনন্দে গাউসে পাক ঘরের ছাদে উঠে পাঁয়চারী করতে লাগলেন। এমন সময় তিনি দেখতে পেলেন- আরাফাত ময়দানে হাজীগণ হজ্ব পালন করছেন। এটা ছিল গাউসে পাকের দূরদর্শনের কারামাত।

(৮) শুন্যের উপর অলীগণের বিচরণ

গাউসুল আ'যম হযরত সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী রাদিয়াল্লাহু আনহুর প্রধান শিষ্য হযরত আলী বিন

হাইতী (রহঃ) ৫৬২ হিজরীতে বর্ণনা করেছেন-

"আমি একদিন আমার মুর্শিদের সাথে সাক্ষাৎ করার উদ্দেশ্যে বাগদাদ আগমন করলাম। হুযুরকে তালাশ করে মাদ্রাসার ছাদে হুযুরকে চাশতের নামাযরত অবস্থায় পেলাম। উপরে শুন্যের দিকে নযর করে দেখি- মানুষের চক্ষুর অন্তরালে বিচরণকারী আউলিয়াগন (রিজালুল গায়েব) ৪০টি কাতার করে শুন্যের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তাঁদেরকে লক্ষ্য করে আরয করলাম-আপনারা কি বসবেন না? তাঁরা বললেন-না, যতক্ষণ না কুতুব সাহেব (গাউছে পাক) তাঁর নামায থেকে অবসর হয়ে আমাদেরকে বসতে বলবেন- ততক্ষন আমরা বসবোনা। কেননা, তাঁর হাত আমাদের হাতের উপর রয়েছে এবং তাঁর কদম মোবারক রয়েছে আমাদের গ্রীবাদেশে। তাঁর আদেশ নির্দেশ আমাদের সবার উপর প্রযোজ্য-অর্থাৎ আমরা তাঁর মুরীদ ও তাঁর নির্দেশের অধীন।

আলী বিন হাইতী (রহঃ) বলেন- যখন গাউসে পাক নামায থেকে সালাম ফিরালেন-তখন ঐ অদৃশ্য অলী-আল্লাহগণ দ্রুত তাঁর সামনে এসে সালাম দিলেন এবং হাত মোবারক চুম্বন করলেন। শেখ আলী বিন হাইতী (রহঃ) মন্তব্য করেন- আমরা যখন গাউসে পাককে দেখতাম-তখন সব কিছুই দেখতাম মঙ্গলময়। (বাহজাতুল আসরার পৃঃ ৪৩)

শিক্ষনীয় ঃ গাউসে পাকের শান কত মহান-এ ঘটনার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। শিষ্যদের শান যদি এমন হয় যে, তাঁরা হাওয়ার উপর বিচরন করতে পারেন এবং গায়েবী অলী আল্লাহদেরকে দেখেন, তাহলে গাউসে পাকের শান যে আরো কত উচুঁ ধরনের হবে-তা সহজেই আন্দাজ করা যায়। এদিকে ইঙ্গিত করেই গাউসে পাক (রাঃ) তাঁর কাসিদায় লিখেছেন-

"আল্লাহপাক আমাকে দুনিয়ার সকল কুতুবগণের উপর শাসক নিযুক্ত করেছেন। সুতরাং তাঁদের উপর সর্বাবস্থায়ই আমার নির্দেশ কার্য্যকর থাকবে"।

(৯) হাওয়ার উপর ৪ ওলী

বাতায়েহী (রহঃ) বর্ণনা করেন- "আমি একদিন গাউসে পাকের দরবারে হাযির হয়ে দেখি-চারজন লোক বসে আছেন। তাঁদেরকে এর পূর্বে কোনদিন দেখিনি। আমি আমার নির্দিষ্ট স্থানে দাঁড়িয়ে রইলাম। ঐ চারজন আগন্তক যখন গাউসে পাকের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে দাঁড়ালেন-তখন গাউসে পাক (রাঃ) আমাকে বললেন-

"তাদের সাথে মোলাকাত করে দোয়া নাও"। আমি তাঁদের সাথে হুযুরের মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে মোলাকাত করলাম এবং দোয়া চাইলাম। তাঁদের একজন আমাকে বললেন-"তোমার ভাগ্য ভাল, তুমি এমন এক ব্যক্তির খাদেম-যাঁর বরকতে আল্লাহ তায়ালা পৃথিবী এবং পৃথিবীর নরম ভূমি ও পাহাড় পর্বত, স্থলভাগ ও জলভাগকে সংরক্ষণ করেন এবং যাঁর দোয়ার বরকতে সৃষ্টির পাপী ও পূণ্যবান সকলেই খোদার রহমতপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আমরা এবং সমস্ত অলী আল্লাহগণ তাঁর দরবারে হাজিরা দেই, তাঁর কদমের ছায়ায় এবং নির্দেশের গন্ডির মধ্যে আমরা অবস্থান করছি"।

একথা বলেই তাঁরা মাদ্রাসা প্রাঙ্গন ত্যাগ করে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। আমি তাঁদেরকে আর দেখতে পেলাম না। আমি আশ্চর্যান্বিত হয়ে গাউছে পাকের দরবারে আসলাম। আমি তাঁকে ঘটনা বলার পূর্বেই তনি আমাকে বললেন- হে আবদুল্লাহ! হে ভ্রাত! তাঁরা যা বলেছেন-তুমি অন্য কাউকে তা জানাইওনা। আমি আরয করলাম-ইয়া সাইয়েদী, উনারা কে? গাউসে পাক (রাঃ) বললেন-উনারা হচ্ছেন কোহে কাফের অলীগনের সর্দার। তাঁরা এই মুহূর্তে কোহকাফ পর্বতে তাদের নিজস্থান পৌঁছে গেছেন। (বাহজাতুল আসরার আরবী ৪২ পৃষ্ঠা)

শিক্ষনীয় ঃ হযরত গাউসে পাক (রাঃ) ৫৫৯ হিজরীতে যখন ঘোষনা করেছিলেন-"আমার গাউসিয়তের কদম সকল অলীগণের গ্রীবা দেশে"-তখন পৃথিবীর ৩১৩ জন শীর্ষস্থানীয় অলী আল্লাহ সে সময় দুনিয়াতে অবস্থান

করছিলেন। তাঁরা সবাই আপন মাথা নত করে গ্রীবাদেশ ঝুঁকিয়ে দিয়েছিলেন। এই চরজন তাঁদেরই নেতৃস্থানীয়। তাঁরা এক মুহূর্তে পৃথিবীময় ভ্রমন করতে পারেন এবং চাক্ষুসভাবে সব কিছু শুনতে ও দেখতে পারেন (মিরকাত শরীফ ও তাইছির, আহকামুল মাযার, ইসলাহে বেহেস্তী জেওর-প্রভৃতি)

(১০) জন্মের প্রথম দিনেই রোযা পালন

"মানাক্বেবে গাউছিয়া" নামক গ্রন্থে উল্লেখ আছে- গাউসে পাকের আম্মাজান হোসাইনী বংশের সাহেবযাদী সৈয়দা আমাতুল জাব্বার উম্মুল খায়ের ফাতেমা (রাঃ) বর্ণনা করেন- "আব্দুল কাদের রমযান শরীফের প্রথমরাত্রে সোব্‌হে সাদেকের কিছু পূর্বে জন্ম গ্রহণ করেন। জন্মদিন থেকেই তিনি দিনের বেলায় আমার দুধ পান করেননি। সন্ধায় ইফতারের সময় থেকে সোব্‌হে সাদেকের পূর্ব পর্য্যন্ত এই সময়ে কেবল তিনি দুধপান করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই তার এই কারামত রাষ্ট্রময় হয়ে যায়"।

৪৭১ হিজরীর শা'বান মাসের ২৯ তারিখ মেঘমালার কারনে জিলানের কোথাও লোকজন চাঁদ দেখতে পায়নি। তাই ইসলামী শরীয়তের বিধান অনুযায়ী পরদিন কেউই রোযা রাখেননি। তবে- সাবধানতাবশতঃ সবাই সেহেরী খেয়ে নিলেন এই আশায় যে- কোথাও থেকে চাঁদের খবর পাওয়া গেলে রোযা পূর্ণ করবেন। দিনের বেলায় একজন আল্লাহ্‌ওয়ালা দরবেশের নিকট লোকেরা চাঁদ দেখা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করায় দরবেশ বললেন- "আবু সালেহ মুছা জঙ্গীর ঘরে এক নবজাতকের জন্ম হয়েছে। গিয়ে দেখো- উক্ত শিশু মায়ের দুধ পান করছেন কিনা?" খবর নিয়ে দেখা গেল- নবশিশু দুধপানে বিরত রয়েছেন। এমন সময়ই খবর এলো- চাঁদ দেখার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। জিলান শহরের লোকেরা এই কারামাত দেখে হতবাক হয়ে যায়। গাউসেপাক (রাঃ) পরবর্তী সময়ে নিজেই এক কাছিদায় শিশুকালের এই কারামত এভাবে বর্ণনা করেছেন-

بِدَ ايَةُ اَمْرِىْ ذِكْرُهٗ مَلَاءَ الْفَضَا

وَصَوْمِىْ فِىْ مَهْدِىْ بِهٖ كَانَ-

অর্থাৎ "আমার শিশুকালের কারামতপূর্ণ ঘটনাবলীতে সমগ্র জগত পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমার শৈশবকালের রোযা পালনের ব্যাপরটি তো প্রসিদ্ধিই লাভ করেছে"। (তারগীবুল মানাযির)। তাই কোন আশেক বলেছেন-

রমযানের পহেলা রাতে- তোমার শুভ জন্ম হয়,
দিনের বেলায় খাওনা দুধ গো-তাতে তোমার রোযা হয়,
কেউ জানেনা চাঁদের খবর- জানে গাউসে ছাম্‌দানী।
তোমারি নামের গুণে আগুন হয়ে যায় পানি।
আয় বড় পীর আব্দুল কাদের....।